স্বাদু ও লোনা পানির মৎস্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের স্বার্থে মৎস্যচাষে উদ্ভাবিত উন্নত প্রযুক্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ তথা মৎস্যচাষীদের নিকট হস্তান্তর করার লক্ষ্যে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের
এখতিয়ারাধীন মৎস্য অধিদপ্তর

এবং

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
প্লট নং- ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭

এর মধ্যে

সমঝোতা স্মারক

২৯ ডিসেম্বর, ২০১৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৳১০০ ৳১০০

একশত টাকা

কঙ ০২৩২৫৬০

সমঝোতা স্মারক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারেরর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক এখতিয়ারাধীন মৎস্য অধিদপ্তর, অতঃপর 'প্রথম পক্ষ' বলিয়া উল্লিখিত.....প্রথম পক্ষ

এবং

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর অধীন 'লাভের জন্য নয় প্রতিষ্ঠান' হিসেবে নিবন্ধিত) অতঃপর 'দ্বিতীয় পক্ষ' বলিয়া উল্লিখিত, পিকেএসএফ ভবন, প্লট নং-ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭.....দ্বিতীয় পক্ষ

এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

সমঝোতা স্মারক

যেহেতু প্রথম পক্ষ কর্তৃক স্বাদু ও লোনা পানির মৎস্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের স্বার্থে মৎস্যচাষে উদ্ভাবিত উন্নত প্রযুক্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ তথা মৎস্যচাষীদের নিকট অতিদ্রুত হস্তান্তর করা সমীচীন;

যেহেতু দ্বিতীয় পক্ষ পল্লী এলাকার জনগোষ্ঠীর জন্য সম্পদ সৃষ্টি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাহাদেরকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করিয়া গড়িয়া তোলাসহ সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদানে সম্মত হইয়াছে; এবং

যেহেতু এই সমঝোতা স্মারকটির আওতায় ভবিষ্যতে প্রয়োজন মোতাবেক পারস্পরিক আলোচনা ও চুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করা হইবে;

অনুচ্ছেদ ১

সমঝোতা স্মারকের উদ্দেশ্য

১. প্রথম পক্ষ কর্তৃক সরবরাহকৃত সেবাসমূহ যেমন, মৎস্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য ও প্রযুক্তি ইত্যাদি তৃণমূল মৎস্যচাষী বা মৎস্যজীবীদের নিকট সরবরাহ করা;
২. প্রথম পক্ষ কর্তৃক সরবরাহকৃত সেবাসমূহ ব্যবহারেরর ক্ষেত্রে তৃণমূল মৎস্যচাষী বা মৎস্যজীবী, সহযোগী সংস্থা বা দ্বিতীয় পক্ষের দক্ষতা বা সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণে পারস্পরিক সহায়তা প্রদান; এবং
৩. তৃণমূল মৎস্যচাষী বা মৎস্যজীবীদের নিকট কাঙ্খিত সেবা প্রদানে প্রথম এবং দ্বিতীয় পক্ষ বা এর সহযোগী সংস্থাসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা প্রদান করা।

Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)

কঙ ০২৩২৫৫৯

অনুচ্ছেদ ২

প্রথম পক্ষের দায়িত্বসমূহ

লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠীকে-

১. উন্নত পদ্ধতিতে চিংড়ি, কাঁকড়াসহ সকল প্রকার মাছচাষ এবং অন্যান্য জলজ সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক লাগসই প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও পরামর্শ সেবা প্রদান এবং গুণগত মানসম্পন্ন বিভিন্ন প্রজাতির পোনা ও মা মাছ প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান;

২. তৃণমূল মৎস্যচাষী বা মৎস্যজীবীদের আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ এবং কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহযোগী সংস্থাসমূহের জনবলকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান;

৩. মাৎস্যখাতে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সংক্রান্ত বই, প্রতিবেদন, বুলেটিন, বুকলেট, লিফলেট, অডিও-ভিজ্যুয়াল তথ্য, ফ্লিপ চার্ট, ইত্যাদি প্রাপ্তিতে দ্বিতীয় পক্ষ বা এর সহযোগী সংস্থা এবং সদস্যদের সহায়তা করা;

৪. সামুদ্রিক, উপকূলীয় ও খাস জলাশয়সমূহের মুক্ত বা খাঁচায় সমাজভিত্তিক মাছ চাষ কার্যক্রম পরিচালনা করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার তৃণমূল মৎস্যচাষী বা মৎস্যজীবীদের সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান;

৫. মৎস্যচাষ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রদর্শনী, সেমিনার, কর্মশালা, র‍্যালী, মৎস্য সপ্তাহ উদযাপনসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রমে দ্বিতীয় পক্ষ বা এর সহযোগী সংস্থা এবং উপকারভোগীদের সম্পৃক্ত করা;

৬. ফরমালিনের অপব্যবহার ও মৎস্য খাদ্যে ভেজাল রোধ, অব্যবহৃত জলাশয়সমূহকে মাছ চাষের আওতায় আনা, দেশীয় বিপন্ন প্রজাতির মাছ সংরক্ষণ, ইত্যাদি বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে দ্বিতীয় পক্ষ বা এর সহযোগী সংস্থা এবং তৃণমূল মৎস্যচাষী বা মৎস্যজীবীদের সম্পৃক্ত করা;

৭. বন্যা, খরা বা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় চিংড়ি ও কাঁকড়াসহ সকল প্রজাতির মাছের চাষ বা সেসব মাছের সংরক্ষণের পরামর্শ বা জলাশয়ের দূষণ বা মড়ক প্রতিরোধে তৃণমূল মৎস্যচাষী বা মৎস্যজীবীদের সহায়তা করা।

দ্বিতীয় পক্ষের দায়িত্বসমূহ

১. মৎস্য চাষ সংক্রান্ত প্রযুক্তি প্রদর্শনের জন্য প্রথম পক্ষ বা এর অধীনস্ত সহযোগী সংস্থার বা সমিতিভূক্ত মৎস্যচাষীদের জলাশয় বা ঘের ব্যবহারে প্রথম পক্ষকে সহায়তা করা;

২. চিংড়ি বা কাঁকড়াসহ সকল প্রজাতির মাছের চাষ সংক্রান্ত সফল প্রযুক্তি সম্প্রসারণে প্রথম পক্ষকে সহায়তা করা;

৩. সমবায় ভিত্তিক মাছ চাষ বা পোনা উৎপাদন কার্যক্রমে প্রথম পক্ষকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা।

উভয় পক্ষের দায়িত্বসমূহ

১. কারিগরি কর্মকর্তাবৃন্দ পরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্মসূচি বাস্তবায়ন বা মূল্যায়নের জন্য মতবিনিময় বা বাৎসরিক পর্যালোচনা বা সমন্বয় সভার আয়োজন করিবে এবং প্রয়োজনে নতুন নতুন সহযোগিতার ক্ষেত্র চিহ্নিত করিবে;

২. উপর্যুক্ত দায়িত্বাবলী ছাড়াও উভয় পক্ষ পারস্পরিক আলোচনা ও সম্মতির ভিত্তিতে গৃহীত কার্যক্রমের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বাবলী পালন করিবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৳১০০ ৳১০০

একশত টাকা

কঙ ০২৩২৫৫৬

অনুচ্ছেদ ৩

সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ

এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের তারিখ হইতে পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য কার্যকর থাকিবে এবং পরবর্তীতে উভয় পক্ষ আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতার ভিত্তিতে উহার মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

অনুচ্ছেদ ৪

সমঝোতা স্মারক সংশোধন বা রহিতকরণ

উভয় পক্ষের সম্মতিতে প্রয়োজনে এই সমঝোতা স্মারক সংশোধন করা যাইবে এবং যে কোন পক্ষ অপর পক্ষকে ৩ (তিন) মাসের অগ্রীম লিখিত নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে এই সমঝোতা স্মারকটি বাতিল করিতে পারিবে।

অদ্য ২৯ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখ রোজ সোমবার এই সমঝোতা স্মারকটি নিম্নোক্ত স্বাক্ষীগণের উপস্থিতিতে স্বাক্ষর করা হইল।

প্রথম পক্ষ:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারাধীন মৎস্য অধিদপ্তরের পক্ষে,

(সৈয়দ আরিফ আজাদ)
মহাপরিচালক

সাক্ষী

১। ড. জোয়াদ্দার মোঃ আনোয়ারুল হক
উপপরিচালক (অর্থ ও পরিকল্পনা)
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা।

২। (ড. মোঃ আব্দুল আলীম)
সহকারী পরিচালক (রিজার্ভ)
মৎস্য অধিদপ্তর
মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।

দ্বিতীয় পক্ষ:

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭ এর পক্ষে

(ড. মোঃ জসীম উদ্দিন)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
ড. মোঃ জসীম উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

সাক্ষী

১। 29/12/14
AQM Golam Mawla
General Manager (Operations)
Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)

২। তানভীর সুলতানা 29/12/2014
ব্যবস্থাপক (কার্যক্রম)
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)